



২ এপ্রিল এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের সার্থ শতবর্ষ উদযাপন সমারোহের সমাপন উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সার্থশতবর্ষ উদযাপন সমারোহের সমাপন উৎসব

Posted On: 03 APR 2017 5:30PM by PIB Kolkata

মঞ্চ উপস্থি সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ,

সার্থশতবর্ষ উদযাপন সমারোহের সমাপন উৎসব আজ। বিগত এক বছর ধরে এই উদযাপন সমারোহের মাধ্যমে এলাহাবাদ উচ্চ আদালত নতুন জ্বালানি, নতুন প্রেরণা, নতুন সংকল্প আর নতুন ভারতের স্বপনকে সফল করতে আদালত কী কী করতে পারে – তা করে দেখিয়েছে। ভারতের ন্যায়বিষয়ে এটি তীর্থক্ষেত্র আর এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে আপনাদের মধ্যে এসে আপনাদের শোনা ও বোঝার সুযোগ পেয়েছি, কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

একটু আগেই প্রধান বিচারপতি সাহে যখন তাঁর মনের কথা বলছিলেন, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। আমি তাঁর প্রতিটি শব্দে ব্যথার ছোঁয়া অনুভব করছিলাম আর কিছু করার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। ভারতের বিচারপতিদের নেতৃত্ব এমনই প্রভাবশালী! আমার বিশ্বাস, তাঁদের এই সংকল্প বাস্তবায়িত হবে। সরকারের দিক থেকে যতটা করার আমরা তা অবশ্যই করব। এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উৎসবে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণ মহোদয় এখানে এসেছিলেন। তিনি সেদিন যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার একটি অনুচ্ছেদ আমি পড়ে শোনাতে চাইব।

তিনি বলেছিলেন, “আইন একটি এমন জিনিস যা নিয়মিত বদলাতে থাকে, আইন জনগণের স্বভাবের অনুকূল হওয়া উচিত, পারিবারিক মূল্যবোধের অনুকূল হওয়া উচিত, পরম্পরাগত মূল্যবোধের অনুকূল হওয়া উচিত আর পাশাপাশি আইনকে আধুনিক প্রবৃত্তিসমূহ আর প্রতিস্পর্ধাগুলি মাথায় রাখা উচিত। আইনের সমীক্ষার সময় এসব কথা মনে রাখতে হবে। কীধরণের জীবন আমরা কাটাতে চাই! আইন বলতে কী বলতে চায়, আইনের অগ্রিম লক্ষ্য কী? সকলের মঙ্গল, কেবলই ধনীদের মঙ্গল নয়; দেশের সমস্ত নাগরিকের মঙ্গলই আইনের লক্ষ্য আর সেগুলির মধ্যে সেতু বহন।”

আমি মনে করি, আজ থেকে ৫০ বছর আগে ডঃ রাধাকৃষ্ণ এই মাটি থেকেই দেশের ন্যায়মহলকে শাসকদেরকে একটি বার্তা দিয়ে ছিলেন, যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং প্রশংসা যোগ্য। গান্ধীজি যেমন বলতেন, যদি একবার আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিই, তা হলে সেটা ঠিক কি ভুল তা মাপার মানদণ্ড কী? যখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধার সম্মুখীন হবন, তখন ভারতের শেষপ্রান্তে বসে থাকা মানুষদের কথা ভাববেন, আর কল্পনা করবেন যে ওই সিদ্ধান্ত তাঁদের জীবনে কী প্রভাব ফেলবে! যদি ইতিবাচক হয়, তা হলে বিশ্বাশীনভাবে এগিয়ে যান, আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে!

এই মনোভাবকে আমরা কিভাবে জীবনের অঙ্গ করে তুলব, এহেন মহাপুরুষদের বাণীকিভাবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে? তবেই তা পরিবর্তনের পুরোধা হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ উকিলরাই এই এলাহাবাদের মানুষের মনে তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসনের সামনে অভয়ের সুবক্ষচক্র দিয়েছেন, সুবক্ষার কবচকুণ্ডল দিয়েছেন! তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক-দুই কিংবা পাঁচ জনের স্বার্থক্ষার খাতিরে লড়লেও সেই লড়াই অভয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঐ দৃষ্টান্ত থেকে কোটি কোটি মানুষ ভয়ভরহীন হয়ে উঠেছেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই উকিল ছিলেন। সাধারণ মানুষের উপর হওয়া অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই করতে করতেই তাঁদের মনে স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। প্রতিটি নাগরিকের মনে ছড়িয়ে দিতেপেরেছেন। সকলের মনে স্বাধীনতার স্বপন না জাগাতে পারলে স্বাধীনতার আন্দোলন এত তীব্রহতো না, আর ইংরেজরাও এত সহজে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হ’ত না। গান্ধীজিরনেতৃত্বে এই আকাঙ্ক্ষা জনমনে এত তীব্র হয়ে ওঠে, এমনকি একজন ঝাড়ুদারও ভাবেন যে, তিনিদেশের স্বার্থে ঝাড়ু দিচ্ছেন, তিনি ঝাড়ু হাতেই স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।যাঁরা প্রোট, শিক্ষার কাজ করতেন, তাঁরাও খাদ্যবস্ত্র পরে আন্দোলনে শরিক হয়েছেন।এভাবে এলাহাবাদ তথা দেশের অন্যান্য আদালতের উকিলদের সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ এক সময়স্বাধীন হলে দেশের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭০ বছর পেরিয়ে গেছে। ২০২২ সালে আমরা ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব পালন করবো। তখন এলাহাবাদ দেশকে কী প্রেরণা জোগাবে? স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে আপনারা দেশকে কোন্ উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছেন? আজআপনাদের সেই রোডম্যাপ দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরতে না পারলে মানুষের মনে পরিণাম সম্পর্কে আশঙ্কা জন্ম নেবে।

১২৫ কোটি ভারতবাসীর নিজস্ব শক্তি রয়েছে। আমাদের সামাজিক সংগঠনগুলি, আমাদের সামাজিক জীবন ও সরকারের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই সার্থশতবর্ষ উদযাপন সমারোহ থেকে প্রেরণা নিয়ে সংকল্প গ্রহণ করতে পারি, আমরা যে যে ধরনের কাজের দায়িত্ব পালন করছি,সেটাকে নতুন উদ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। তবেই মহাত্মা গান্ধী, ডঃ রাধাকৃষ্ণএবং আজ যিনি এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি রয়েছেন, সকলের স্বপ্নকে সফল করতে পারব। প্রধান বিচারপতির মনের কষ্ট লাঘব করতে পারব। প্রধান বিচারপতির মূল্যবোধ আর আপনাদের সকলের মনে যে আগুন রয়েছে, সেই আগুনের স্ফেলনে এক নতুন জ্বালানি দেশের মানুষের মনে পরিবর্তনের ইন্ধন যোগাতে সক্ষম বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এই মঞ্চের মাধ্যমে দেশবাসীকে আহ্বান জানাই। আসুন, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেরকম দেশের স্বপ্ন দেখে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আগামী ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির আগেই আমরাদেশকে সেই উচ্চতায় পৌঁছে দিই। আর সেজন্য আমাদের প্রত্যেককে নিজের কাজটি পূর্ণদায়িত্ব নিয়ে ভালভাবে করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ১২৫ কোটি দেশবাসী এক পা এগোলেদেশ ১২৫ কোটি পা এগিয়ে যাবে। এই শজিকে আমরা কিভাবে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারি, সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

সময় বদলে গেছে। যুগ বদলেছে। ২০১৪ সালে যখন নির্বাচনী প্রচারে দেশের নানাপ্রান্তে ছোট্ট বেড়িয়েছিলাম, তখন দেশের অনেক অঞ্চলে আমি অপরিচিত মানুষ ছিলাম। একটি ছোট্ট উৎসবে আমাকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আমি দায়িত্ব পেলে কতগুলি আইন প্রণয়ন হবে জানি না, কিন্তু প্রত্যেকদিন কমপক্ষে একটি করে আইন বাতিলকরব। তখন দেশে এত অজস্র পরম্পর বিরোধী আইন ছিল যে, সরকারগুলি কাজ করতে চাইলেও কাজ করতে পারছিল না। সাধারণ মানুষও এর ফলে বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছিলেন।আমি কথা রেখেছি। প্রতিদিন একটিরও বেশি, ইতিমধ্যেই প্রায় ১,২০০ অপপ্রয়োজনীয় বাপরম্পর বিরোধী আইন বাতিল করতে পেরেছি। এভাবে আমরা দেশের আইন ব্যবস্থাকে যত সরলকরতে পারব বিচার প্রক্রিয়াও তত দ্রুত হবে, পরিবর্তিত সময়ে প্রযুক্তির অবদানঅনস্বীকার্য। প্রধান বিচারপতি বলছিলেন, নথির প্রয়োজন নেই, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ফাইল সেকেন্ডের মধ্যে এক জনের কাছ থেকে অন্যজন পেতে পারেন। ভারত সরকার তাই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে আধুনিক ‘ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি’বা ‘আইসিটি’র মাধ্যমে শক্তিশালী ও সরল করার কাজে হাত দিয়েছে। আজ যারা বিচারপতি তাঁরা যখন উকিল ছিলেন, এমনকি কয়েক বছর আগেও যে কোনও মামলা নিয়ে চিত্রাভাবনা করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন আইনের কই ঘটিতে হ’ত।

আজকের উকিলদের এতো পরিশ্রম করতে হয় না। ‘গুগল গুরু’র কাছে জানতে চাইলে দ্রুত স্ক্রিনে ভেসে ওঠে যে ১৯৮৯ সালে অমুক মামলায় বিচারপতি এ ধরনের সিদ্ধান্তনিয়েছিলেন, কিংবা পরে এক্ষেত্রে নতুন ও সরল কোনও আইন পাশ হয়েছিল। ফলে, অত্যাধুনিকতথ্যসমৃদ্ধ নবীন উকিল প্রজন্মের বিতর্কের উৎকর্ষ বেড়েছে। এই উৎকর্ষ বিচারপ্রক্রিয়াকেও ক্রমে সরল ও ক্ষুদ্রধার করে তুলছে। বিচার প্রক্রিয়া কম প্রলম্বিতহচ্ছে। দেখতে হবে, মন্ত্বেলদেরও যেন আর শুধু তারিখ নেওয়ার জন্য সবকাজ ফেলে আদালতেছুটতে না হয়। নতুন তারিখের প্রয়োজন হলে আদালতই তা বিচারপ্রার্থীর মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেবে। এই প্রক্রিয়া হবে গুরু হবে?

আজ কোনও আধিকারিক কোথাও চাকরি করেন। তিনি আগে যেখানে ছিলেন তখনকার একটি মামলা আদালতে উঠলে তাঁকে আজ নতুন কাজের জায়গা ছেড়ে সরকারি খরচে আদালতে হাজিরা দিতে দূরবর্তী শহরে যেতে হয়। এক্ষেত্রে কি আমরা ডিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিচারপ্রক্রিয়া সারতে পারি না? এতে সরকারি কাজ বিঘ্নিত হবে না, সময় এবং অর্থসাপ্রায় হবে। বিচারাধীন বন্দীদের আদালতে এনে হাজিরা দিতে যে যাতায়াতের এবং সুরক্ষাবাবদ খরচ হয়, তাও বাঁচানো যেতে পারে!

এখন যোগীজি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি হয়তো ডিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আদালতে বন্দীদের হাজির করে সরকারের সময় ও অর্থ বাঁচানোর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণকরবেন। ভারত সরকার চায়, এভাবে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিচার-ব্যবস্থা আধুনিকরয়ে উঠুক। প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। আমি দেশের নবীন প্রজন্মের ‘স্টার্টআপ’ প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ীদের বলব আপনারা নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমেবিচার-ব্যবস্থাকে আরও কিভাবে সরলীকৃত করা যায়, সময় ও অর্থ সাপ্রায় করা যায় তাদেখুন। যাতে দেশের ভবিষ্যৎ বিচার প্রক্রিয়া আপনাদের উদ্ভাবনে সমৃদ্ধ হয়। আমরাচেষ্টা করলে অবশ্যই পরম্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আরেকবার দিলীপজি ও তাঁর গোটা টিমকে, সম্মাননীয় বিচারপতিদেরকে, সমাগতঅতিথিদেরকে এই সার্থশতবর্ষকী উদযাপন সমারোহের সমাপনকালে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আমি বিশ্বাস করি যে, আগামী ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিকে মাথায় রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন সফল করার সংকল্প নিয়ে আমরা আজ থেকেই সমস্তশক্তি নিয়ে লেগে পড়বো। দেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেব। নবীন ভারতের নবীন প্রজন্মের জন্য যে স্বপ্ন আমরা দেখি তা বাস্তবায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বো। এই আশা নিয়ে আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধন্যবাদ।

Background release reference

“আইন একটি এমন জিনিস যা নিয়মিত বদলাতে থাকে, আইন জনগণের স্বভাবের অনুকূল হওয়া উচিত, পারিবারিক মূল্যবোধের অনুকূল হওয়া উচিত, পরস্পরাগত মূল্যবোধের অনুকূল হওয়া উচিত আর পাশাপাশি আইনকে আধুনিক প্রবৃত্তিসমূহ আর প্রতিস্পর্ধাগুলি মাথায় রাখা উচিত

